ধন্য
রসিক

প্রকাশনা ঃ
শ্রী সারদা মঠ
দক্ষিণেশ্বর, কোলকাতা-৭৬

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
দ্বিতীয় সংস্করণ - অক্ষয়তৃতীয়া, ২০১৩

ম্যুরাল ঃ শ্রী রমেশ পাল
পেন্টিং ঃ শ্রী অজয় ঘোষ

অক্ষর এবং চিত্র বিন্যাস ঃ
শ্রী সারদা মঠ - রসিক ভিটা
শিক্ষা ও সংস্কৃতি পীঠ
২৪/১, আর. এন. টেগোর রোড
কলকাতা - ৭০০ ০৩৫
ই-মেল ঃ rasikbhita10@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.srisaradamathrb.org

মুদ্রক ঃ
প্রজ্ঞা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
কোলকাতা - ৮৫

মূল্য - ৬ টাকা

ধন্য রসিক!

কে এই রসিক, যিনি কালের ব্যবধানেও অমর হয়ে আছেন? শ্রীরামকৃষ্ণের অবারিত কৃপায় একজন অচ্ছুত, দীনহীন মেথর রূপান্তরিত হয়েছেন এক পরম ভক্তে। তিনি অন্তিমকালে লাভ করেছেন দিব্য দর্শন। গল্পের থেকেও কম আশ্চর্য নয় সে কাহিনী। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় রসিককে রামকৃষ্ণ-ভক্ত-পরিমন্ডলে কিছু লোকের মনে থাকলেও অন্য সবাই প্রায় ভুলে গেছে। দরিদ্র, অচ্ছুত সমাজের একেবারে নীচুতলার লোকের কথা কেই বা মনে

পঞ্চবটী - এখানেই রসিক শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপালাভে ধন্য হয়েছিলেন

রাখে? তার ওপর রসিক নাম-যশ হবার মতো অসাধারণ কাজ কোন কিছুই করেননি, বরঞ্চ জাতপাতে ঘেরা কঠোর সমাজব্যবস্থায় তিনি ছিলেন অবহেলিত। কিন্তু পরশমণির ছোঁয়ায় তাঁর জীবন হয়েছে ধন্য এবং তিনি হয়েছেন অমর।

জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতির ফলে রসিক দক্ষিণেশ্বরের মন্দির, পঞ্চবটীর রাস্তা ঝাড়ু দিয়েছেন, ময়লা পরিষ্কার করেছেন। তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালেই জীবন কাটিয়েছেন, তাই তাঁকে না চিনবারই কথা। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা-বারি তো অজস্র ধারাতে ঝরে পড়েছে সবার ওপর। তবে রসিকই বা বাদ থাকবেন কেন? কারণ "প্রেমপাথার" শ্রীরামকৃষ্ণের "নাই ভেদ-জ্ঞান, করি নাম-সুধা দান, জীব তারিলে এ ভুবনে।"

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের বাগানের পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে দু'পা গেলেই রসিকের বাড়ি। রাত-দিনের ব্যবধান ভুলে মাতৃদর্শনের আকাঙ্ক্ষায় ঠাকুর তখন ব্যাকুল। কত কঠোর তপস্যাই না করেছেন তিনি। টাকা, জাতের অহংকার, মান, যশ

জাতের অহংকার নাশ

ইত্যাদি মানুষকে বন্ধ করে রাখে যাতে সে ঈশ্বরের পথে এগিয়ে যেতে না পারে। ঠাকুর এই অষ্টপাশ কঠোর সাধনা করে নির্মূল করে দিয়েছিলেন। ভেদজ্ঞান দূর করার সাধনাটি রসিকের বাড়িতে এসে করেছিলেন এই পরমপুরুষ। সাধনকালে তাঁর কোন হুঁশ থাকত না। দেহের যত্ন নেই, চুল বড় হয়ে গেছে। স্বামীজী আমেরিকাতে 'My Master' বক্তৃতায় বলেছেন,

"আমার প্রভু এক মেথরের বাড়ি গিয়ে তার বাড়ি পরিষ্কার করবার অনুমতি চাইতেন,..... মেথরটি রাজী হতো না। তাই গভীর রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকত তখন তিনি সে বাড়িতে প্রবেশ করতেন। সেই সময় তাঁর কেশ ছিল দীর্ঘ। তা দিয়ে সেই স্থান মুছে দিতেন আর বলতেন, ... 'আমি মেথরের চেয়েও নীচু, তা আমাকে অনুভব করতে দাও,' অর্থাৎ উঁচু জাতের অহংকার যেন সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায়।" এই সাধনায় শুধু যে তাঁর নিজের জাতের অভিমান দূর হলো তা নয়, এযুগের যুক্তিবাদী আধুনিক মানুষকে তিনি হাতে কলমে দেখিয়ে দিয়ে গেলেন যে, মানুষে মানুষে ভেদ নেই। সকলের অজান্তে ঘটে গেল নীরব বিপ্লব। রসিকের বাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুরের পদধূলি পড়েছে একাধিকবার— লিখিত বিবরণ হিসাবে এই ঘটনাটিই প্রথম।

দক্ষিণেশ্বরের ঘরে ধ্যানে বসে শ্রীরামকৃষ্ণের মন ছুটে গেছে রসিকের বাড়ি, একথা শুনে পাঠক হয়ত অবাক হবেন। কিন্তু কথামৃতে আছে ঃ "সেই চিৎশক্তি, সেই মহামায়া, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়ে রয়েছেন। আমি ধ্যান করছিলাম, ধ্যান করতে করতে

মন চলে গেল রস্‌কের বাড়ী। রস্‌কে মেথর, মনকে বললুম, থাক্ শালা ঐখানে থাক্। মা দেখিয়ে দিলেন, এর বাড়ীর লোকজন সব বেড়াচ্ছে, খোল মাত্র, ভিতরে এক কুল-কুন্ডলিনী, এক ষট্‌চক্র।" পাঠক, শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা-কাহিনীর অন্তরালে ছিল এই অভেদদৃষ্টি।

শুধু কি ধ্যানে আর তপস্যার কালেই তিনি গেছেন রসিকের বাড়ি? তিনি যে 'সহজ ঠাকুর,..... সহজ তাঁর প্রেম, সহজ হলেই পায় তাঁকে।' সহজ সরল রসিক জ্ঞানে গরিমায় নয়, তপস্যার কঠোরতায় নয়, সরল বিশ্বাসে সহজভাবেই ভালবেসেছিলেন ঠাকুরকে। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র জীবের ঘরে ঘরে, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে। প্রত্যক্ষদর্শী কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণনায় রয়েছে, "রসিক (রস্‌কে হাড়ি) দক্ষিণেশ্বর গ্রামেরই লোক (মেথর) ছিল। ঠাকুরকে হেসে তার সঙ্গে কথা কইতে শুনেছি — তারই খোলা উঠানে যেন বন্ধুর সঙ্গে কথা হচ্ছে, ঠাকুর হাসতে হাসতে বলতেন, 'থাক বুঝেছি, মদটা একটু কম করে খাস।' সে লুটিয়ে পড়ে বলত, 'কে দেবে ঠাকুর, ভাগ্যে নটবর পাজাঁর মা মরেছিল,
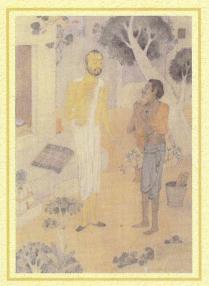
রসিকের প্রাঙ্গণে শ্রীরামকৃষ্ণ

কাদের মা আর রোজ মরছে'।"

এই সরল রসিকের শেষ সময়ের কাহিনী সত্যিই অপূর্ব। কাহিনীটির দু'তিনটি বর্ণনা পাওয়া যায়। 'শিবানন্দ বাণী'-তে পাই, "যে কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের আশ্রয় নিয়েছে, তাঁকে ভালবেসেছে, তার

মুক্তি অনিবার্য। দক্ষিণেশ্বরের সেই রসিক মেথরের কথা শোননি? সে ঠাকুরকে বাবা বাবা বলত। একদিন ঠাকুর ভাবাবস্থায় পঞ্চবটীর দিক থেকে আসছিলেন। তখন রসিক মেথর ঠাকুরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে হাত জোড় করে কৃপা ভিক্ষা করে বলেছিল, 'বাবা আমায় কৃপা করলে না? আমার গতি কি হবে?' তখন ঠাকুর বলেছিলেন, 'ভয় নেই, তোর হবে। মৃত্যু-সময় আমার দেখা পাবি।' ঠিক তাই হয়েছিল। মরবার আগে তাকে (বাড়ির) তুলসীমঞ্চের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। মৃত্যুর ঠিক পূর্বেই রসিক বলে উঠল, 'এই যে এসেছ, বাবা এসেছ!' এই বলতে বলতে মারা গেল।"

শোনা যায় ঠাকুরের শরীর যাওয়ার

পুরোনো জীর্ণ বাড়ির তুলসীমঞ্চ

দিব্য দর্শন
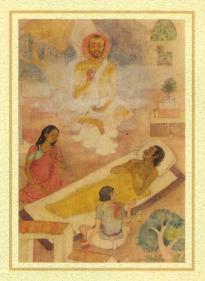
পর রসিকের শরীরটা খারাপ হয়ে যায়। তিনি বাড়িতে তুলসীর বাগান করেছিলেন ও হরিনাম করতেন। শেষ সময় আসন্ন বুঝে তিনি বাড়ির লোকজনকে বলেন তাঁকে তুলসীতলায় নিয়ে যেতে। রসিকের বাড়ির তুলসীতলায় দর্শন দিয়ে রসিকের জীবন ধন্য করে ঠাকুর তাঁর ভিটাকে তীর্থে পরিণত করলেন।

রামলাল দাদার কাছে এই কাহিনী শুনেছিলেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী। তাঁর "সৎপ্রসঙ্গ" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, "ঠাকুরকে সে দেখত প্রত্যহ দূর থেকে। কত লোক তাঁর কাছে আসছে যাচ্ছে। রসিক ভাবত, আমি এমন কি পাপ করে এসেছি যে এত কাছে থাকতেও যেতে পারি না ওঁর কাছে। তাঁর কাছে কত পাপীতাপী যাচ্ছে। সবাইকে তিনি উদ্ধার করছেন। আর আমার কি দুর্ভাগ্য! তাঁর চরণধূলাও নিতে পারি না—দক্ষিণেশ্বরে বাস করেও।..... মনের ভিতরে তাই ঝড় বইছে, প্রাণে শান্তি নেই।..... অবশেষে একদিন শুভ মুহূর্তের উদয় হল।..... ঠাকুর (ঝাউতলা থেকে) এখনই ফিরবেন। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রসিক ভাবছে, আজ ভাগ্যে যা থাক, আর সহ্য করতে পারছি না। নহবতখানার এদিকে আসতেই তাঁর পা দু'খানি জড়িয়ে ধরে বললে, 'আমার কি হবে?' কথাটা এইভাবে বলতেই ঠাকুর চমকে উঠেছেন। তারপর সমাধি। এমনি করে বহুক্ষণ কেটে গেল। রসিক চোখের জলে পা ধোয়াচ্ছে। প্রাণের ভিতর থেকে তার সমস্ত গ্লানি, সমস্ত জ্বালা ধুয়ে যাচ্ছে। সমাধি থেকে নেমে তার মাথায় হাত দিয়ে ঠাকুর বললেন, 'তোর সব হোল'।"

স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর নির্দেশে আঁকা ছবি

পরমভক্ত স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর মনে এই দৃশ্যটি চিরজাগ্রত ছিল। তিনি জনৈক শিল্পীকে দিয়ে সাষ্টাঙ্গ শরণাগতির ছবিটি আঁকিয়েছিলেন যা এখনও রসিকের নাম শুনলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

ঠাকুর তাঁর কৃপাপ্রাপ্ত রসিককে বিস্মৃতিতে তলিয়ে যেতে দেবেন কেন? কত বছর পরে কত জনের হাত ঘুরে ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দে রসিকের ভিটাটি শ্রী সারদা মঠের অধীনে এসেছে। তার আগে এখানে ছিল

কালীরামকৃষ্ণ মঠ। সেখানকার ট্রাস্টীরা জায়গাটি তুলে দিয়েছেন শ্রী সারদা মঠের হাতে। অধিগ্রহণের পর শ্রী সারদা মঠের কর্তৃপক্ষ সেখানকার জীর্ণ বাড়িটি ভেঙে সম্পূর্ণ নতুন বাড়ি তৈরী করেছেন।

জানা যায় উনিশ'শ সত্তর-আশি সালে কালীরামকৃষ্ণ মঠে যে বানপ্রস্থী বৃদ্ধরা বাস করতেন তাঁরা এই পুণ্যক্ষেত্রে সাধন-ভজন করে জীবনের শেষাংশ কাটিয়েছেন। এই স্থানের দলিলে লিখিত ছিল যে এখানে কোন মহিলা রাত্রিবাস করতে পারবেন না। কোর্টে সেটা সংশোধন করে তবেই স্থানটি শ্রী সারদা মঠকে হস্তান্তর করা হয়। তখনও জীর্ণ বাড়িটির গায়ে একটি শ্বেতপাথরের ফলকে লেখা ছিল—এই স্থানে রসিক মেথরের বাসস্থান ছিল এবং স্বামী রাঘবানন্দজী কর্তৃক স্থানটি রসিকের ভিটা বলে চিহ্নিত হয় ও আশ্রম স্থাপিত হয়।

উদ্বোধন পত্রিকার ৫৯তম বর্ষে স্বামী রাঘবানন্দজীর দেহত্যাগের সংবাদ প্রকাশিত হয়। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, চার বৎসর

আমেরিকায় থাকার পর ১৯২৭ সালে তপোভূমি ভারতে ফিরে এসে তিনি কিছুকাল হিমালয়ে ও দক্ষিণেশ্বরে তপস্যায় রত থাকেন। এই দু'টি সূত্র থেকে অনুমান করা যায় যে, তিনি দক্ষিণেশ্বরে রসিকের বাড়িতে তপস্যা করেছিলেন। এইভাবে রসিক ভিটাতে তপস্যার একটা পরম্পরা রক্ষিত হয়। শ্রী সারদা মঠের অধীনে আসার পর অতি জীর্ণ বাড়িটি ভাঙার সময় অকস্মাৎ ছাদ ভেঙে পড়ায় ফলকটি নষ্ট হয়ে যায়।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ নির্দেশিত চিত্রটি অনুসরণ করে ঠাকুর ও রসিকের একটি ৭ ফুট চওড়া, ৫ ফুট লম্বা 'ম্যুরাল' রসিকের পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত বাড়িটির প্রবেশদ্বারে স্থাপিত আছে। দূর থেকে দেখতে পাওয়া যায়, বাড়িটিতে লেখা আছে ঃ শ্রী সারদা মঠ - রসিক ভিটা।

বর্তমানে বাড়িটি শ্রী সারদা মঠের শিক্ষা ও সংস্কৃতি পীঠ। এখানে মঠের অধীনে মেয়েদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা (কম্পিউটার ও স্পোকেন ইংলিশ ইত্যাদি) দেওয়া হয়। বিবেক-জাগৃতি প্রকল্পে এখান থেকে দূরের গ্রামের ছাত্রীদের মধ্যে ভিডিও-

রসিক ভিটায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও রসিকের ম্যুরাল

কনফারেন্সিং-এর সাহায্যে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। দরিদ্র মেধাবী ছাত্রীদের বিনামূল্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্রীদের আত্মনির্ভরতা ও আত্মশ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে এখানে নিয়মিত ক্লাস নেওয়া হয়। এইভাবে নানা সেবাকাজের মাধ্যমে রসিকের ভিটাটি উৎসর্গীকৃত হয়েছে। শরণাগতি ও অহৈতুকী কৃপার প্রতীক রসিক মানুষের মনকে আজও ভগবৎনির্ভরতায় প্রাণিত করে চলেছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

এই স্থান শ্রীরামকৃষ্ণ কৃপা প্রাপ্ত রসিক মেথরের বাড়ি। তিনি সাধন কালে ব্রাহ্মণত্বের অভিমান দূর করার জন্য এই বাড়ির নর্দমা নিজের চুল দিয়ে মোছেন। এখানে রসিক তাঁর তুলসী কাননে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিশ্রুত দর্শন লাভ করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৯৯, নভেম্বর মাসে এই স্থান শ্রীসারদা মঠের অধিকার ভুক্ত হয়।

রসিক ভিটার মাটির নীচে প্রোথিত ফলক

বর্তমান রসিক ভিটা

শ্রী সারদা মঠ

দক্ষিণেশ্বর, কোলকাতা - ৭৬